রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ১৭, ১৯৯১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯১/৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৮

এস, আর, ও নং, ৩৮৭-আইন/৯১—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।—(ক) এই বিধিমালা জাতীয়করণকৃত মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারী (মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর) আত্মীকরণ বিধিমালা, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

(খ) এই বিধিমালা ১২-৩-১৯৮৬ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় কিংবা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,

(ক) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন;

(খ) "কর্মচারী" অর্থ মহা-পরিচালক কর্তৃক নিয়োগের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বে শিক্ষক ব্যতীত জাতীয়করণকৃত মাদ্রাসায় সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োগকৃত কর্মচারী এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে নিয়োগকৃত কর্মচারী;

(গ) "কার্যকর-চাকুরীকাল (ইফেক্টিভ সার্ভিস)" অর্থ—

(অ) পি, এইচ, ডি ডিগ্রী কিংবা প্রথম শ্রেণীর কামিল অথবা প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী বা প্রথম শ্রেণীর সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী শিক্ষকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জাতীয়করণকৃত মাদ্রাসার মোট অব্যাহত চাকুরীকালের ১০০%;

মূল্য : টাকা ১·০০

(আ) অন্যান্য শিক্ষকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জাতীয়করণকৃত মাদ্রাসায় অব্যাহত-ভাবে ৪ বৎসরের অধিককাল চাকুরীর বেলায় মোট অব্যাহত চাকুরী-কালের ৫০%;

(ই) অধ্যক্ষের বা সুপারিনটেনডেন্টের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জাতীয়করণকৃত মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ বা সুপারিনটেনডেন্টের পদে মোট অব্যাহত চাকুরীকাল অন্যূন ৫ বৎসর হইলে ১০০% এবং ৫ বৎসরের কম হইলে ৫০%; এবং

(ঈ) কর্মচারীদের ক্ষেত্রে জাতীয়করণকৃত মাদ্রাসায় মোট অব্যাহত চাকুরী-কালের ৫০%;

(ঘ) "জাতীয়করণকৃত মাদ্রাসা" অর্থ মাদ্রাসা যাহার মালিকানা গভর্ণিং বডি কিংবা ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত রেজিস্টার্ড দলিলমূলে সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং সরকার যাহা গ্রহণ করিয়াছে;

(ঙ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ সরকার এবং কোন পদ অথবা পদ শ্রেণীর সহিত সম্পর্কিত নিয়োগের ব্যাপারে সরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) "বোর্ড" অর্থ জাতীয়করণকৃত মাদ্রাসার এবতেদায়ীসহ দাখিল (মাধ্যমিক) পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত "বিভাগীয় নিবাচনী বোর্ড";

(ছ) "মহা-পরিচালক" অর্থ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক; এবং

(জ) "শিক্ষক" অর্থ মহা-পরিচালক কর্তৃক নিয়োগের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বে জাতীয়করণকৃত মাদ্রাসায় সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োগকৃত অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সুপারিনটেনডেন্ট ও সহকারী সুপারিনটেনডেন্টসহ যে কোন শিক্ষক এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে নিয়োগকৃত শিক্ষক।

৩। শিক্ষকের এ্যাড-হক নিয়োগ।—(১) জাতীয়করণকৃত মাদ্রাসার শিক্ষকগণের মধ্যে যাহারা প্রভাষক কিংবা তদূর্ধ পদ-মর্যাদার অধিকারী, তাঁহাদিগকে বিধি ৫ এর শর্তাবলী পরণ সাপেক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধি-দপ্তরের অধীন প্রভাষক কিংবা সহকারী অধ্যাপক হিসাবে এ্যাড-হক ভিত্তিতে নিয়োগদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এমন কোন শিক্ষককে এ্যাড-হক ভিত্তিতে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগদান করা যাইবে না, যাহার অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর কামিল ডিগ্রী কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নাই এবং অন্যূন সাত বৎসর "কার্যকর চাকুরী-কাল (ইফেক্টিভ সার্ভিস)" হয় নাই;

(২) উপ-বিধি ১এ-উল্লিখিত শিক্ষক ব্যতীত জাতীয়করণকৃত মাদ্রাসার অন্য কোন শিক্ষককে সংশ্লিষ্ট পদের জন্য নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকিলে বিধি ৫ এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ্যাড-হক ভিত্তিতে জাতীয়করণ করার পূর্বে নিয়োজিত পদে বা সমমান পদে নিয়োগদান করা যাইবে;

(৩) উপ-বিধি-১ এ-উল্লিখিত পদ ব্যতীত জাতীয়করণকৃত মাদ্রাসার কোন শিক্ষক জাতীয়করণ করার পূর্বে যে পদে নিয়োজিত ছিলেন সেই পদের জন্য তাঁহার প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকিলে বিধি ৫ এর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে তাহাকে এ্যাড-হক ভিত্তিতে তাহার পদের একধাপ নিম্নতর পদে নিয়োগদান করা হইবে; এবং

(৪) এ্যাড-হক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত সকল শিক্ষক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতন ও ভাতাদি পাইবেন।

৪। এ্যাড-হক ভিত্তিতে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের চাকুরী নিয়মিতকরণ।—(১) বিধি ৩ এর অধীন এ্যাড-হক ভিত্তিতে নিয়োগকৃত শিক্ষককে কমিশন বা ক্ষেত্রমত, বোর্ড কর্তৃক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অথবা কমিশন বা ক্ষেত্রমত, বোর্ড যেভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেভাবে নিয়মিত নিয়োগদান করা হইবে;

(২) এমন কোন শিক্ষককে প্রভাষক হিসাবে নিয়মিত নিয়োগদান করা হইবে না, যাহার অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর কামিল ডিগ্রী কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নাই:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন তৃতীয় শ্রেণীর কামিল ডিগ্রী বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী শিক্ষককে প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবেন এই শর্তে যে উক্ত শিক্ষক সাময়িক নিয়মিত নিয়োগের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামিল ডিগ্রী অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করিবেন। ইহাতে ব্যর্থ হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার নিয়োগ বাতিল করিবেন:

তবে আরো শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষকের বয়স সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা জাতীয়করণের তারিখে ৫০ বৎসর বা তদূর্ধ হইলে তৃতীয় শ্রেণীর কামিল বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও কমিশন তাঁহাকে নিয়মিত নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবেন; এবং

(৩) উপ-বিধি-২এ উল্লিখিত শিক্ষক ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষককে কোন পদে নিয়মিত নিয়োগদান করা হইবে না যদি তাহার উক্ত পদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য কোন শিক্ষকের নিয়োগলাভের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকিলে বোর্ড তাহাকে ঐ পদে সাময়িক নিয়মিত নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবেন এই শর্তে যে উক্ত শিক্ষক সাময়িক নিয়মিত নিয়োগের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করিবেন। ইহাতে ব্যর্থ হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার নিয়োগ বাতিল করিবেন।

৫। যোগ্যতা।—(ক) কোন পদে নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(অ) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন; অথবা

(আ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(খ) এই বিধির আওতায় কোন ব্যক্তিকে নিয়মিত নিয়োগ প্রদান করা যাইবে না যদি—

(অ) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড অথবা ক্ষেত্র বিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিক্যাল অফিসার এইমর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না, যাহা উক্ত পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(আ) এইরূপ বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে তদন্ত না হইয়া থাকে ও তদন্তের ফলে দেখা না যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

৬। বয়সসীমা।—এই বিধিমালার অধীন আত্মীকরণের জন্য কোন শিক্ষক বা কর্মচারীর বয়সসীমা থাকিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মাদ্রাসা জাতীয়করণের তারিখে কোন শিক্ষক বা কর্মচারীর বয়স সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের নির্ধারিত বয়সসীমা অতিক্রম করিবে না।

৭। কর্মচারী নিয়োগ।—(১) কর্মচারীগণকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতার ভিত্তিতে সমমান পদে এ্যাড-হক ভিত্তিতে নিয়োগদান করা হইবে। তাহাদের নিয়োগ বিধি ৫ এর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত করা হইবে; এবং

(২) এ্যাড-হক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কর্মচারী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতন ও ভাতাদি পাইবেন।

৮। শিক্ষক ও কর্মচারীগণের জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি।— (১) শিক্ষক এবং কর্মচারীগণের জ্যেষ্ঠতা তাঁহাদের "কার্যকর চাকুরীকাল (ইফেক্টিভ সার্ভিস)" দ্বারা নির্ণীত হইবে। অধ্যক্ষ এবং সুপারিনটেনডেন্ট ব্যতীত অন্য শিক্ষকের এবং কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে জাতীয়করণকৃত মাদ্রাসায় অব্যাহত চাকুরীকাল ৪ বৎসরের কম হইলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা জাতীয়করণের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দুই বা ততোধিক শিক্ষকের জ্যেষ্ঠতা একই তারিখ হইতে আরম্ভ হইলে "জ্যেষ্ঠতার সাধারণ নীতি" অনুযায়ী যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনিই চাকুরীতে জ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবেন; এবং

(২) শিক্ষক ও কর্মচারীগণকে উচ্চতর পদে পদোন্নতি দানের ক্ষেত্রে "কার্যকর চাকুরীকাল (ইফেক্টিভ সার্ভিস)" গণনা করা হইবে এবং এইরূপ পদোন্নতির জন্য প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

৯। অবসর ভাতার জন্য নির্ধারিত চাকুরীকাল।— অত্র বিধিমালার অধীন এ্যাড-হক নিয়োগের পর হইতে মোট চাকুরীকাল এবং জাতীয়করণকৃত মাদ্রাসায় অব্যাহত চাকুরীকালের ৫০% যোগ করিয়া অবসর ভাতার উদ্দেশ্যে যোগ্য চাকুরীকাল (কোয়ালিফাইং সার্ভিস) গণনা করা হইবে। যদি পূর্বতন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোন গ্রাচুয়েটি প্রদান করে, তাহা হইলে বর্তমানে অবসর গ্রহণের নিয়ম অনুযায়ী প্রাপ্য গ্রাচুয়েটি হইতে তাহা কর্তন করা হইবে এবং কর্তনযোগ্য অংক যদি বর্তমানে প্রাপ্য গ্রাচুয়েটির সমপরিমাণ কিংবা বেশী হয়, তাহা হইলে কোন গ্রাচুয়েটি প্রদান করা হইবে না এবং মোট অবসর ভাতার তিন-চতুর্থাংশ মাসিক অবসর ভাতা হিসাবে প্রদেয় হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, মুস্তাফিজুর রহমান
শিক্ষা সচিব।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।